রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১২, ১৯৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৯৫/১২ই মে, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও, ১১৮-আইন/৮৮—Bangladesh Biman Corporation Ordinance, 1977 (XIX of 1977) এর section 29 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন কর্মচারী (অবসর ভাতা ও আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৩ বাংলা মোতাবেক ১লা জুলাই, ১৯৮৬ ইং তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা—বিষয়ে অথবা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "কর্মচারী" অর্থ কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) "গণনাযোগ্য চাকুরী" অর্থ বিধি ৭ এ বিধৃত গণনাযোগ্য চাকুরী,

(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল।

(ঘ) "পরিবার" অর্থ,—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান সন্ততিগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী প্রমাণ করেন যে আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাঁহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার হারাইয়াছেন তাহা হইলে, উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত

মূল্যঃ টাকা ৩·০০

করিবার জন্য কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী এবং সন্তান সন্ততিগণ ও তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান সন্ততিগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাঁহার স্বামীকে এই বিধিমালার কোন ব্যাপারে তাঁহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীত ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(ঙ) "যথাযথ কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন কর্মকর্তা।

৩। **কর্মচারী অবসরগ্রহণ**—প্রত্যেক কর্মচারী তাঁহার ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তিতে চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণ করিবেন।

৪। **স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ**—(১) কোন কর্মচারী ২৫ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন।

(২) যে তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ করিতে আগ্রহী সে তারিখের কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নোটিশ দেওয়া হইলে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, উহা চূড়ান্ত হইবে এবং উক্ত নোটিশ সংশোধন বা প্রত্যাহার করা যাইবে না।

৫। **কর্পোরেশন কর্তৃক অবসর প্রদান**—কর্পোরেশন উহার কোন কর্মচারীকে অবসর প্রদান করিতে পারে, যদি—

(ক) উক্ত কর্মচারী ২৫ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং কর্পোরেশন মনে করে যে কর্পোরেশনের স্বার্থে উক্ত কর্মচারীকে অবসর প্রদান করা প্রয়োজন,

(খ) Bangladesh Biman Corporation Employees (Service) Regulations, 1979 অনুসারে কোন বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। **কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্যগণের ক্ষেত্রে অবসরভাতা ইত্যাদি প্রদানের সীমাবদ্ধতা**—(১) কোন কর্মচারী এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় Bangladesh Biman Corporation Employees Contributory Provident Fund এর সদস্য থাকিলে,—

(ক) তিনি উক্ত ফান্ডে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারেন, তবে সে ক্ষেত্রে তিনি অবসর ভাতার সুবিধা পাইবেন না বা সাধারণ ভবিষ্য তহবিল চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন না বা এই বিধিমালার অধীন কোন আনুতোষিকও পাইবেন না ; অথবা

(খ) অবসর ভাতা পাইবার উদ্দেশ্যে তাহার চাকুরী গণনা করাইতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি উক্ত Fund এ চাঁদা প্রদান বন্ধ করিবেন ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান শুরু করিবেন।

(২) এই বিধিমালা প্রবর্তনের দুই বৎসরের মধ্যে কোন কর্মচারী উপ-বিধি (১) (খ) এর অধীনে অবসর ভাতা পাইবার ইচ্ছার বিষয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট লিখিতভাবে জানাইবেন, অন্যথায় তিনি উক্ত Fund এ চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-বিধি (২) এর অধীনে তাহার ইচ্ছার বিষয় হিসাব নিয়ন্ত্রককে অবহিত করিলে—

(ক) উক্ত Fund এ তাঁহার প্রদত্ত চাঁদা ও কর্পোরেশন প্রদত্ত চাঁদা এবং উভয় চাঁদার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে বদলী হইবে ও তাঁহার হিসাবে জমা হইবে, এবং উক্ত অর্থ এইরূপে বদলী হইবার পর হইতে তাঁহার চাকুরী অবসর ভাতা হিসাবের ব্যাপারে গণনা যোগ্য চাকুরী হিসাবে গণ্য করা হইবে; অথবা

(খ) কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুরূপ অবহিতকরণের পূর্বে তাঁহার চাকুরী-কাল অবসর ভাতা হিসাবের ব্যাপারে গণনাযোগ্য চাকুরী হিসাবে গণ্য করা হইবে; তবে এরূপক্ষেত্রে উক্ত ফান্ডে শুধু তাঁহার প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ তহবিলে তাঁহার হিসাবে বদলী হইবে এবং উক্ত ফান্ডে কর্পোরেশন প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ কর্পোরেশনকে ফেরত দেওয়া হইবে।

৭। গণনাযোগ্য চাকুরী—(১) কোন কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকুরীকাল বলিতে কর্পোরেশনের কোন সবেতন, পূর্ণকালীন ও স্থায়ী পদের বিপরীতে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হইয়া যোগদানের তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ, বা অবসর প্রদান, বা অপসারণ, বা পদ অবলুপ্তি বা মৃত্যুর মাধ্যমে চাকুরী অবসান হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরী গণনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সমাপ্ত পূর্ণ বৎসরকে গণনা করা হইবে এবং বৎসরের ভগ্নাংশকে বর্জন করা হইবে।

৮। গণনাযোগ্য চাকরীতে ঘাটতি মার্জনা—অবসর ভাতা বা আনুতোষিক মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রয়োজনীয় গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি দেখা দিলে—

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বছরের বেশী নয় এরূপ সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা যাইতে পারে, যদি—

(১) তিনি চাকুরীরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন, অথবা

(২) তাঁহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে, যেমন পংগুত্ব বা পদের অবলুপ্তির ফলে, অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন অথচ উক্ত নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে, তিনি আরও এক বছর গণনাযোগ্য চাকুরী করিতে পারিতেন;

(গ) এক বছরের বেশী সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই মওকুফ করা হইবে না।

৯। অবসর ভাতা প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম গণনাযোগ্য চাকুরী।—কোন কর্মচারী অন্ততঃ দশ বছর গণনাযোগ্য চাকুরীর সমাপ্ত না করিয়া থাকিলে তিনি কোন ধরনের অবসর ভাতা পাইবেন না।

১০। ক্ষতিপূরণমূলক অবসর ভাতা।—কোন কর্মচারী ১০ বছর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর তাঁহার পদ অবলুপ্ত হইলে এবং তাঁহাকে অন্য কোন সমান বা নিম্নতর পদে নিয়োগ করা না হইলে বা তিনি এইরূপ কোন পদে যোগদান করিতে না চাহিলে তিনি ক্ষতিপূরণমূলক অবসর ভাতা গ্রহণ করিতে পারেন।

১১। **পংগু অবসর ভাতা**—(১) কোন কর্মচারী ১০ বছর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে কর্পোরেশনের চাকুরীতে কার্যরত থাকাকালে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ফলে কোন কর্মচারী স্থায়ীভাবে পংগু হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মচারীকে পংগু অবসর ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োজিত কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে।

১২। **পরিবারের জন্য অবসর ভাতা**—(১) কোন কর্মচারী অন্ততঃ ১০ বছর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপনান্তে কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে, তাঁহার পরিবার, উক্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে তফসিল ১ অনুসারে তিনি যে অবসর ভাতা পাইতেন সেই ভাতার ৫০% এর সমপরিমান ভাতা উক্ত মৃত্যুর পর ১৫ বৎসর ধরিয়া পাইবেন।

(২) যে কোন প্রকার অবসর ভাতা প্রাপ্তি শুরু করিবার পর ১৫ বছর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে, তাঁহার পরিবারবর্গ উক্ত ১৫ বছর মেয়াদ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অবসর ভাতার ৫০% এর সমপরিমান ভাতা পাইবেন।

১৩। **অবসর ভাতার হার**—কোন কর্মচারীর প্রাপ্য অবসর ভাতা তাঁহার প্রাপ্ত সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে তফসিল ১ এ প্রদর্শিত হার অনুসারে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত ভাতা তাঁহাকে মাসে মাসে প্রদান করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে কোন কর্মচারীর অবসর ভাতা মাসিক ১০০ টাকার নিম্নে বা ৪,০০০ টাকার উর্ধ্বে হইবে না।

১৪। **অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি**—(১) অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি হিসাবে কোন কর্মচারী ৬ মাস ছুটি ভোগ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী সময়েও উহা ভোগ করা যাইবে, তবে এই ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে শেষ হইতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ছুটি ভোগ করা কালে কোন কর্মচারী তাঁহার প্রাপ্ত সর্বশেষ বেতনের হিসাবে ৬ মাসের পূর্ণ বেতন পাইবেন এবং উক্তরূপে ছুটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ হইতে তাঁহার অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে।

১৫। **আনুতোষিক**।—(১) কোন কর্মচারী অবসর ভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রাপ্য অবসর ভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত হারে আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ আনুতোষিক পাইতে হইলে অবসর গ্রহণের পূর্বে যে কোন সময়ে তাঁহার উক্ত ইচ্ছার কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে, এবং উক্ত টাকা অবসর গ্রহণের পর তাহাকে বা, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারবর্গকে উক্ত আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

সমাপ্ত গণনাযোগ্য চাকুরীকাল	সমর্পিত প্রতিটি টাকার জন্য প্রাপ্য টাকা
(ক) ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৫ বছরের কম	২১০ টাকা
(খ) ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ২০ বছরের কম	১৯৫ টাকা
(গ) ২০ বছর বা তদূর্ধ্ব	১৮০ টাকা

(২) কোন কর্মচারী অন্ততঃ ৫ বছর কিন্তু ১০ বছরের কম গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটান হইলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে বা, তাঁহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাঁহার পরিবারবর্গকে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে, এইরূপ আনুতোষিকের হার হইবে তিনি যত বছর গণনাযোগ্য চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি বছরের জন্য তাঁহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন অপেক্ষা বেশী নয় এই পরিমান অর্থঃ

তবে শর্ত থাকে যে এই উপ-বিধির অধীনে প্রদেয় আনুতোষিকের মোট পরিমাণ ১৫,০০০ টাকার বেশী হইবে না।

১৬। **অবসর ভাতা, ইত্যাদি গ্রহণের জন্য মনোনয়ন**—কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গের প্রাপ্য অবসর ভাতা বা আনুতোষিক উহার প্রাপকের পক্ষে গ্রহণ করিতে পারিবে এমন এক ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন উদ্দেশ্যেঃ—

(ক) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান কর্মচারীগণ উক্ত প্রবর্তনের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে; এবং

(খ) অন্য কোন কর্মচারী তাঁহার চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে,

তফসিল-২ এর প্রথম ভাগে বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

১৭। **অবসর ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি নিষেধ**—(১) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে বা চাকুরীতে ইস্তফা দান করিলে তিনি কোন অবসর ভাতা বা আনুতোষিক পাইবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে অদক্ষতার জন্য কোন কর্মচারী বরখাস্ত বা অপসারিত হইলে বিশেষ বিবেচনায় তাঁহাকে সহানুভূতিমূলক ভাতা প্রদান কর যাইতে পারে, যাহার পরিমাণ, তিনি পংগুত্বের কারণে অবসর গ্রহণ করিলে যে পরিমাণ অবসর ভাতা পাইতেন সেই পরিমাণের দুই তৃতীয়াংশের বেশী হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারীর প্রদত্ত চাঁদা এবং উহার উপর অর্জিত সুদ পাইতে তিনি অধিকারী হইবেন।

(২) অবসর গ্রহণের সময় বা অন্য কোন ভাবে চাকুরীর অবসানের সময়, কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলা বা কোন আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকিলে, উক্ত মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি, ভবিষ্য তহবিলে তৎকর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা এবং উহার সুদ ব্যতীত এই বিধিমালার অধীনে কোন অবসর ভাতা বা আনুতোষিক বা এইরূপ অন্য কোন সুবিধা পাইবেন না।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কোন মামলায় কোন কর্মচারী যদি কোন অপরাধ বা অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, সেক্ষেত্রে কর্পোরেশন তাহার প্রাপ্য পূর্ণ অবসর ভাতা বা পূর্ণ আনুতোষিক বা উহার অংশ বিশেষ প্রদান না করিতে বা প্রত্যাহার করিতে পারেন, এবং এ ব্যাপারে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২)এ উল্লিখিত কোন মামলায় যদি দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবহেলা বা প্রতারণার ফলে কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে কর্পোরেশন, তাঁহাকে প্রদেয় অবসর ভাতা বা আনুতোষিক হইতে উহার ক্ষতির টাকা আদায় করিতে পারিবে।

(৫) কোন কর্মচারী একই সময়ে দুইটি অবসর ভাতা ভোগ করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত, অবসর গ্রহণের দুই বছরের মধ্যে, কোন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সুবিধা সম্পন্ন নিয়োগ গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ নিয়োগ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে উক্ত কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগ করা কালে এইরূপ কোন নিয়োগ গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাঁহার ক্ষেত্রে এই উপ-বিধির বিধান কার্যকর হইবে না।

১৮। **অবসর ভাতা, আনুতোষিক গ্রহণের দরখাস্ত ও উহা অনুমোদন**—(১) কোন কর্মচারী বা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীনে অবসর ভাতা বা আনুতোষিক পাইতে চাহিলে তফসিল ২ এর দ্বিতীয় ভাগে বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ উক্ত ফরম যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীনে দাখিলকৃত দরখাস্ত সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে উক্ত তফসিলের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে বিধৃত ফরমে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া অবসর ভাতা বা আনুতোষিক মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত তথ্যাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অবসর ভাতা মঞ্জুর করা হইলে দরখাস্তকারীকে উক্ত তফসিলের পঞ্চম ভাগে বিধৃত ফরমে একটি পেনসন বহি প্রদান করা হইবে, এই পেনশন বহিতে প্রতিমাসে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ এইরূপে প্রদত্ত অবসর ভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করিবেন।

১৯। **অবসরজনিত সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ**—(১) Public Servants (Retirement) Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কর্পোরেশনের স্বার্থে উহার কোন অবসর বা আনুতোষিক প্রাপ্ত বা অন্য কোন ভাবে চাকুরীর অবসান হইয়াছে এইরূপ কোন কর্মচারীকে চাকুরীতে পুনঃনিয়োগ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্ব-অনুমোদনক্রমে, উক্ত কর্মচারীকে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অবসর ভাতা বা আনুতোষিক প্রাপ্ত বা অন্য কোন ভাবে চাকুরীর অবসান হইয়াছে এইরূপ কোন সামরিক বা বেসামরিক সরকারী কর্মচারীকে বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীকে কর্পোরেশনের চাকুরীতে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

(৩) এই বিধির অধীনে কোন ব্যক্তিকে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগের সময় পূর্ববর্তী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তিনি তাঁহার চাকুরী অবসানজনিত যে সকল সুবিধা পাইয়াছেন বা পাইতেছেন তাঁহার সঠিক বিবরণ সম্বলিত একটি ঘোষণা দাখিল করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীনে চুক্তিভিত্তিতে কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগের সকল শর্তাদি চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং অবসর ভাতা, আনুতোষিক বা অবসরজনিত অন্যান্য সুবিধার ব্যাপারে, অনুরূপভাবে সরকার কর্তৃক নিয়োগের ক্ষেত্রে, প্রচলিত সরকারী নিয়ম বা নির্দেশাবলী, প্রযোজ্য হইবে।

২০। **বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়**—অবসর ভাতা, আনুতোষিক অন্যভাবে চাকুরীর অবসানের পর প্রাপ্য সুবিধা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই বিধিমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, আদেশ বা নির্দেশ অনুসরণ করা হইবে, এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা দেখা দিলে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

তফসিল-১

(বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য)

গণনাযোগ্য চাকুরী	প্রাপ্য অবসরভাতার হার (সর্বশেষ-প্রাপ্ত মূল বেতনের %)
(ক) ১০ বৎসর	২৮
(খ) ১১ ,, ...	৩১
(গ) ১২ ,, ...	৩৪
(ঘ) ১৩ ,, ...	৩৬
(ঙ) ১৪ ,, ...	৩৯
(চ) ১৫ ,, ...	৪২
(ছ) ১৬ ,, ...	৪৫
(জ) ১৭ ,, ...	৪৮
(ঝ) ১৮ ,, ...	৫০
(ঞ) ১৯ ,, ...	৫৩
(ট) ২০ ,, ...	৫৬
(ঠ) ২১ ,, ...	৫৯
(ড) ২২ ,, ...	৬২
(ঢ) ২৩ ,, ...	৬৪
(ণ) ২৪ ,, ...	৬৭
(ত) ২৫ ,, বা তদূর্ধ্ব ..	৭০

তফসিল-২

প্রথম ভাগ

[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

প্রাপকের পক্ষে অবসর ভাতা ও আনুতোষিক গ্রহণের মনোনয়নপত্র

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা।	কর্মচারীর সাথে মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক।	মনোনীত ব্যক্তির বয়স।	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে, প্রত্যেকের অবসর ভাতা বা আনুতোষিক এর পরিমাণ।	কি কি কারণ ঘটিলে মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।	যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারী কর্মচারীর পরে মারা যান সে ক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাঁহার নাম, ঠিকানা, সম্পর্ক, যদি থাকে।
১	২	৩	৪	৫	৬

কর্মচারীর স্বাক্ষর

নাম.....

পদবী.....

বিভাগ .....

তারিখ .....

স্বাক্ষীঃ

১। .....

২। .....

তারিখ ঃ .....

তফসিল-২

দ্বিতীয় ভাগ

[বিধি ১৮(১) দ্রষ্টব্য]

'ক' অংশ

কর্মচারীর তিন কপি সত্যায়িত ছবি

(অবসর ভাতা/আনুতোষিক/অবসর ভাতা ও আনুতোষিক এর জন্য আবেদন পত্র)

১। কর্মচারীর নাম ও ষ্টাফ নম্বর :

২। অবসর গ্রহণকালে পদবী ও কর্মস্থল :

৩। জন্ম তারিখ :

৪। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৫। কর্মচারীর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়া/চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ/চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে কর্পোরেশন কর্তৃক অবসর প্রদান/বিভাগীয় মামলায় কর্পোরেশন কর্তৃক অবসর প্রদানের ক্ষেত্রে অবসর কার্যকর হওয়ার তারিখ :

৬। ক্ষতিপূরণমূলক অবসর ভাতা/পংগু অবসর ভাতা/পরিবারের জন্য অবসর ভাতার ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে উক্ত ভাতা প্রাপ্য হইয়াছে :

৭। গণনাযোগ্য চাকুরীকাল :

৮। আনুতোষিক ঃ

(ক) কর্মচারী অবসর ভাতা পাইতে অধিকারী না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাপ্য আনুতোষিকের বিবরণ :

(খ) অবসর ভাতা প্রাপ্য হইলে উহার যে পরিমাণ সমার্পণ করিতে ইচ্ছুক (শতকরা হারে) :

৯। কর্মচারী স্বয়ং আবেদনকারী না হইলে—

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :

(খ) কর্মচারীর সহিত আবেদনকারীর সম্পর্ক :

(গ) আবেদনকারী কর্মচারী কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন কিনা। :

১০। কর্পোরেশনের যে অফিস হইতে অবসর ভাতা/ আনুতোষিকের টাকা পাইতে আগ্রহী। :

.....

কর্মচারীর/আবেদনকারীর দস্তখত

তারিখ

ঘোষণা পত্র

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য আমার জানামতে সঠিক, আমি নির্ধারিত ফরমে ইতিপূর্বে অবসর ভাতা/আনুতোষিকের জন্য দরখাস্ত করি নাই। এই আবেদনের সূত্রে আমি কোন অতিরিক্ত অবসর ভাতা বা আনুতোষিক গ্রহণ করিলে তাহা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব।

.....

তারিখ

কর্মচারীর/আবেদনকারীর দস্তখত

দ্বিতীয় ভাগ

'খ' অংশ

(কর্মচারীর/আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষর ও আংগুলের ছাপ)

আবেদন পত্রের ক অংশে উল্লেখিত অবসর ভাতা/আনুতোষিক গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি এতদ্বারা আমার নমুনা স্বাক্ষর ও আংগুলের ছাপ নিম্নে প্রদান করিলাম।

নমুনা স্বাক্ষর

....

আংগুলের ছাপ

বৃদ্ধাংগুলি	তর্জনী	মধ্যমা	অনামিকা	কনিষ্ঠ

....

কর্মচারীর/আবেদনকারীর স্বাক্ষর

সত্যায়িত

.....

ম্যানেজার পারসোনেল/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম.....

ষ্টাফ নম্বর.....

তারিখ.....

তৃতীয় ভাগ

[বিধি ১৮(২) দ্রষ্টব্য]

'ক' অংশ

(অবসরভাতার/আনুতোষিকের আবেদন প্রাপ্তির পর কর্মচারী শাখা নিম্নের অংশ পূরণ করিবে)

১। কর্মচারীর নাম ও ষ্টাফ নম্বর :

২। পিতার নাম :

৩। জাতীয়তা :

৪। কর্মচারীর ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা :

৫। অবসরভাতা/আনুতোষিক প্রাপ্য হইবার অব্যবহিত পূর্বে কর্মচারীর পদের নাম :

৬। কর্মচারীর জন্ম তারিখ :

৭। সনাক্তকরণ চিহ্ন :

৮। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৯। অবসরভাতা/আনুতোষিক প্রাপ্যতার তারিখ :

১০। আবেদন পত্র দাখিলের তারিখ :

১১। গণনাযোগ্য চাকুরীকাল :

১২। প্রার্থীত অবসর ভাতা/আনুতোষিকের ধরণ :

১৩। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন :

১৪। প্রার্থীত মাসিক অবসর ভাতার মোট পরিমাণ :

১৫। প্রস্তাবিত সমর্পণের পরিমাণ :

১৬। প্রাপ্য নীট অবসর ভাতার পরিমাণ :

১৭। প্রার্থীত আনুতোষিকের পরিমাণ :

১৮। অবসরভাতা/ আনুতোষিক প্রদানের স্থান :

১৯। যে তারিখে অবসরভাতা/আনুতোষিক প্রদেয় হইয়াছে বা হইবে :

....

পার্সোনেল অফিসারের দস্তখত

তৃতীয় ভাগ

খ অংশ

গণনাযোগ্য চাকুরীর হিসাব

চাকুরী, ছুটি, ইত্যাদির বর্ণনা	সময় হইতে..... পর্যন্ত
১। চাকুরীর মোট সময়কাল (বিরতি এবং অগণনাযোগ্য চাকুরীকাল যদি থাকে তাহাসহ)।	
২। অসাধারণ ছুটি	
৩। কর্মরত বা ছুটি হিসাবে গণ্য হয় নাই এইরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকার সময়কাল।	
৪। চাকুরীকালে কোন বিরতি থাকিলে উহার সময়কাল।	
৫। বিরতি মার্জনা না করা হইলে বিরতির পূর্ববর্তী চাকুরীকাল।	
৬। ইস্তফাদানের ফলে বাজেয়াপ্তকৃত চাকুরীকাল।	
৭। অননুমোদিত অনুপস্থিতি	
সর্বমোট চাকুরীকাল	

নীট গণনাযোগ্য চাকুরীকাল.....

গণনাযোগ্য চাকুরীতে মার্জনাকৃত ঘাটতি.....

	বৎসর	মাস	দিন
সর্বমোট গণনাযোগ্য চাকুরী	.....	.....	.....

তৃতীয় ভাগ

গ অংশ

(অবসরভাতা/আনুতোষিকের হিসাব)

১। প্রাপ্য মোট অবসর ভাতার পরিমাণ .....

সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতন.....

টাকার..... (% হার)

..... টাকা।

২। শতকরা..... ভাগ সমার্পণের পর নীট অবসর ভাতার পরিমাণ : .....

৩। সমাপিত অবসর ভাতা.....

টাকার প্রতি টাকার বিপরীতে

..... টাকার প্রাপ্য

আনুতোষিকের পরিমাণ : .....

৪। কর্মচারী অবসর ভাতা না পাইলে তাহার প্রাপ্য অন্যবিধ আনুতোষিকের বিবরণ। : .....

.....

পারসোনেল ম্যানেজারের দস্তখত।

তৃতীয় ভাগ

ঘ অংশ

(অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ)

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে জনাব .....
..... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক। নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে তাঁহার সম্পূর্ণ অবসরভাতা/আনুতোষিক/অবসরভাতা ও আনুতোষিক এতদ্বারা মঞ্জুর করা হইল।

অথবা

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে জনাব .....
..... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক নহে এবং সেই কারণে তাহার অবসরভাতা/আনুতোষিক/অবসরভাতা ও আনুতোষিক নিম্নবর্ণিত হারে হ্রাস করিয়া নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষা সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হইল।

হ্রাসকৃত অবসরভাতা ইত্যাদির পরিমাণ বা শতকরা হারে.....

অবসরভাতার প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখ.....

.....

পরিচালক প্রশাসনের দস্তখত।

চতুর্থ ভাগ

[বিধি ১৮(২) দ্রষ্টব্য]

ক অংশ

(এই অংশ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পূর্ণ করিবে)

১। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য গণনাযোগ্য চাকুরীর পরিমাণ.....

২। গণনাযোগ্য চাকুরী গণনার ক্ষেত্রে পারসোনেল বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ, যদি থাকে.....
.....
.....

৩। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য অবসরভাতা/আনুতোষিক/ অবসরভাতা ও আনুতোষিক এর পরিমাণ.....

৪। ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত পরিমাণ সম্পর্কে পারসোনেল বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ.....
.....
.....

৫। অবসরভাতা প্রাপ্যতার শুরুর তারিখ.....

.....
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

(পারসোনেল শাখা পূরণ করিবে)

১। অবসরভাতা ও আনুতোষিকের হিসাব পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে উহার হিসাব সঠিক
.....

২। অবসরভাতা/আনুতোষিক/অবসরভাতা ও আনুতোষিক ইস্যুর নম্বর.....
তারিখ.....

.....
পারসোনেল ম্যানেজারের দস্তখত।

চতুর্থ ভাগ

খ অংশ

পারসোনেল শাখা

অবসরভাতা প্রদানের আদেশ

নম্বর..... তারিখ .....

প্রতি

হিসাব নিয়ন্ত্রক

অবসরভাতার শ্রেণী ও উহার মঞ্জুর আদেশের তারিখ	ব্যক্তি সনাক্তকরণ	উচ্চতা		জন্ম তারিখ	ঠিকানা	মাসিক অবসর ভাতার পরিমাণ
		মিটার	সেন্টি-মিটার			

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কর্পোরেশন জনাব/বেগম.....
.....কে নীট অবসরভাতা হিসাবে.....টাকা, যাহা প্রতিমাস শেষ হইবার পর প্রদানযোগ্য হইবে, এবং.....টাকার সমার্পনের বিপরীতে এককালীন.....টাকা আনুতোষিক মঞ্জুর (অনুমোদন) করিলেন।

.....

পারসোনেল ম্যানেজার।

পঞ্চম ভাগ

[বিধি ১৮(৩) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন

অবসরভাতা পরিশোধ বহি

ছবি

অবসরভাতা প্রাপকের নাম..............................

ঠিকানা..............................

টোকন নম্বর..............................

অবসরভাতা অনুমোদনের তারিখ।	জন্ম তারিখ	অবসরভাতার প্রকৃতি	মাসিক অবসরভাতার পরিমাণ।

সূত্র নং .....

তারিখ.....

পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রদান করুন:

জনাব/বেগম..... ষ্টাফ নং .....

নীট অবসরভাতা..... টাকা (কথায়).....

..... টাকা যাহা প্রতি মাসে শেষ হওয়ার পর পরিশোধযোগ্য এবং সমর্পিত অবসরভাতার বিপরীতে এককালীন.....টাকা আনুতোষিক প্রদান করুন।

.....

প্রতি..... হিসাব নিয়ন্ত্রক।

এককালীন পরিশোধযোগ্য আনুতোষিক.....

পরিশোধের তারিখ.....

বিতরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....

প্রদত্ত অবসরভাতার বৎসর ও মাস	পরিশোধের তারিখ	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	বিতরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
জানুয়ারী ১৯....				
ফেব্রুয়ারী ১৯....				
মার্চ ১৯.....				
এপ্রিল ১৯....				
মে ১৯.....				
জুন ১৯....				
জুলাই ১৯....				

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মুশতাক

উপ-সচিব।

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৯৫/১২ই মে, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ১১৯-আইন/৮৮—Bangladesh Biman Corporation Ordinance, 1977 (XIX of 1977) এর section 29 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**—এই বিধিমালা বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন কর্মচারীগণের (সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) বিধিমালা, ১৯৮৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "হিসাব নিয়ন্ত্রক" অর্থ বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন কর্তৃক হিসাব নিয়ন্ত্রক হিসাবে নিয়োজিত কর্মকর্তা ;

(খ) "হিসাব" অর্থ বিধি ২৭ অনুসারে কোন চাঁদা প্রদানকারীকে বরাদ্দ হিসাব;

(গ) "কর্মচারী" অর্থ কর্পোরেশনের কোন স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োজিত কর্মচারী এবং কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথাঃ—

(অ) বিদেশে অবস্থিত কর্পোরেশনের কোন ষ্টেশনে নিযুক্ত কোন বিদেশী নাগরিক ;

(আ) কর্পোরেশনে প্রেষণে নিযুক্ত সরকারী বা অন্য সংস্থার কোন কর্মচারী ;

(ঘ) "পরিবার" অর্থ,—

(অ) চাঁদা প্রদানকারী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন চাঁদা প্রদানকারী প্রমাণ করেন যে আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার হারাইয়াছেন তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য চাঁদা প্রদানকারী কর্তৃক হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত চাঁদা প্রদানকারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(আ) চাঁদা প্রদানকারী মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী এবং সন্তান-সন্ততিগণও তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা চাঁদা প্রদানকারী তাঁহার স্বামীকে এই বিধিমালার কোন ব্যাপারে তাঁহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীত ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত চাঁদা প্রদানকারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(ঙ) "তহবিল" অর্থ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল;

(চ) "বৎসর" অর্থ কোন আর্থিক বৎসর।

(ছ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত কোন ফরম।

৩। তহবিল গঠন—(১) কর্মচারীদের জন্য সাধারণ ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) তহবিল বাংলাদেশে বাংলাদেশী মুদ্রায় সংরক্ষণ করা হইবে।

৪। চাঁদা প্রদানকারী—(১) বিধি ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে ও এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে যে কর্মচারী একাধিকক্রমে দুই বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিয়াছেন তিনি অনুরূপ প্রবর্তনের সময় হইতে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন এবং যে কর্মচারী এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে দুই বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করেন নাই অথবা যিনি অনুরূপ প্রবর্তনের সময় বা উহার পরে চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন বা করিবেন তিনি দুই বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর হইতে চাঁদা প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দুই বৎসর চাকুরীকাল সমাপ্ত না করিয়াও কোন কর্মচারী ইচ্ছা করিলে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারেন।

(২) কোন কর্মচারীর বয়স ৫২ বৎসর হইলে তিনি তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

৫। মনোনয়ন—(১) তহবিলে চাঁদা প্রদান শুরু করিবার সময় চাঁদা প্রদানকারী ফরম "ক" এর সংশ্লিষ্ট অংশ যথাযথভাবে পূরণ করিয়া তাহার পরিবারের এমন এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনীত করিবেন যিনি বা যাহারা চাঁদা প্রদানকারীর মৃত্যু হইলে উক্ত তহবিলের টাকা পাইতে অধিকারী হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মনোনয়নের সময় চাঁদা প্রদানকারীর পরিবার না থাকিলে তিনি যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন, তবে যখনই তাহার পরিবার হইবে তখনই তাহার পূর্বের মনোনয়ন আপনা আপনি বাতিল হইয়া যাইবে এবং তিনি এই বিধির অধীন নূতনভাবে মনোনয়ন দিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন মনোনয়ন হিসাব নিয়ন্ত্রক এর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইলে চাঁদা প্রদানকারী মনোনয়ন পত্রে প্রত্যেক মনোনীত ব্যক্তির প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(৪) হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া চাঁদা প্রদানকারী যে কোন সময় কোন মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশের সহিত উপ-বিধি (১) ও (২) ও (৩) এর বিধানাবলী অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র থাকিতে হইবে।

৬। চাঁদা প্রদানকারীর হিসাব—চাঁদা প্রদানকারীর নামে একটি হিসাব চালু করা হইবে এবং উহাতে তাহার প্রদত্ত চাঁদা এবং সুদ জমা হইবে।

৭। চাঁদা প্রদানের শর্তাবলী—(১) কোন চাঁদা প্রদানকারী, সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন সময় ব্যতীত, মাসিক ভিত্তিতে চাঁদা প্রদান করিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, ছুটিতে থাকাকালে কোন চাঁদা প্রদানকারী ইচ্ছা করিলে চাঁদা প্রদান নাও করিতে পারেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন চাঁদা প্রদানকারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার পর চাকুরীতে পুনর্বহাল হইলে অনুরূপ বরখাস্ত থাকিবার সময়ের জন্য তৎকর্তৃক প্রদেয় চাঁদা অপেক্ষা বেশী নয় এই পরিমাণ টাকা একযোগে বা কিস্তিভিত্তিতে জমা দেওয়ার জন্য তাহাকে সুযোগ দেওয়া হইবে।

(২) ছুটিকালীন সময়ের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে না চাহিলে চাঁদা প্রদানকারী ছুটিতে যাওয়ার পূর্বেই তাহার উক্ত ইচ্ছার বিষয় হিসাব নিয়ন্ত্রককে অবহিত করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি চাঁদা প্রদান করিতে ইচ্ছুক বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। চাঁদা প্রদানের হার—(১) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, চাঁদা প্রদানকারী তৎকর্তৃক প্রদেয় চাঁদার হার নিজেই নির্ধারণ করিবেন, যথাঃ—

(ক) প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ হইবে কোন পূর্ণ অংকের টাকা;

(খ) প্রদেয় চাঁদার ন্যূনতম হার হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

মাসিক মূল বেতনের পরিমাণ	চাঁদার হার (মূল বেতনের %)
(অ) ৩০০ টাকা পর্যন্ত	... ১%
(আ) ৩০১ হইতে ৫০০ টাকা পর্যন্ত	... ৬%
(ই) ৫০১ টাকা হইতে ১০০০ টাকা পর্যন্ত	... ৯%
(ঈ) ১০০১ টাকা হইতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত	... ১২%
(উ) ২০০১ টাকা হইতে তদূর্ধ্ব	... ১৫%

(গ) দফা (খ) এর অধীন প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য এক টাকার যে কোন অংশকে পূর্ণ এক টাকা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

(২) এই বিধির অধীনে নির্ধারিত চাঁদার পরিমাণ সারা বৎসর অপরিবর্তিত থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন চাঁদা প্রদানকারী কোন মাসের আংশিক সময় কর্তব্যরত থাকিলে এবং বাকী সময় ছুটিতে থাকিলেও ছুটিকালীন সময়ের জন্য চাঁদা প্রদান না করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে উক্ত মাসে তাহার প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ তাহার কর্তব্যরত থাকিবার সময়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর কর্পোরেশনের চাকুরীতে যোগদান করিলে, তাহার প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী ইচ্ছা করিলে উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্ধারিত পরিমাণের বেশী টাকা তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

১১। প্রেষণে বদলীকৃত চাঁদা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে বিধিমালার প্রয়োগ—কোন চাঁদা প্রদানকারী প্রেষণে বাংলাদেশের বাহিরে বদলী হইলেও তিনি এই বিধিমালার আওতাধীন থাকিবেন যেন তিনি অনুরূপভাবে বদলী হন নাই।

১০। চাঁদা আদায়—(১) চাঁদা প্রদানকারীর মাসিক বেতন হইতে প্রদেয় চাঁদা আদায় করা হইবে।

(২) চাঁদা প্রদানকারী অন্য কোন উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করিলে, তিনি তাহার মাসিক চাঁদা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১১। জমাকৃত চাঁদার সুদ—(১) উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রতি বৎসর কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রত্যেক চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে তৎপ্রদত্ত চাঁদার উপরে সুদ জমা হইবে।

(২) প্রতি বৎসরের সর্বশেষ দিবস হইতে কার্যকরতা দিয়া নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সুদ জমা করা হইবে, যথাঃ—

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের সর্বশেষ দিবসে চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে যে পরিমাণ টাকা জমা ছিল উহা হইতে বর্তমান বৎসরে উত্তোলিত টাকা বাদ দিয়া বাকী টাকার উপরে বর্তমান বৎসরের বার মাসে যে সুদ হয় সেই সুদ;

(খ) বর্তমান বছরে উঠানো টাকার উপর বর্তমান বৎসরের প্রথম দিন হইতে টাকা উঠানোর পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত যে সুদ হয় সেই সুদ;

(গ) পূর্ববর্তী বৎসরের সর্বশেষ দিবসের পর হইতে চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে জমাকৃত সকল চাঁদার উপর জমার তারিখ হইতে বর্তমান বৎসরের সর্বশেষ দিন পর্যন্ত যে সুদ হয় সেই সুদ;

(ঘ) উক্তরূপে গণনাকৃত সমুদয় সুদ নিকটতম উচ্চতর পূর্ণ টাকা অংকে পরিণত করিতে হইবে (এ ক্ষেত্রে পঞ্চাশ পয়সা) বা তদূর্ধ পরিমাণ পয়সাকে এক টাকা গণনা করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধযোগ্য হইলে, এই উপ-বিধির অধীনে সুদ গণনার ক্ষেত্রে বর্তমান বৎসরের প্রথম তারিখ অথবা চাঁদা প্রদানের তারিখ, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি পরবর্তী হয় তাহা, হইতে উক্ত অর্থ যে তারিখ পরিশোধযোগ্য হয় সেই তারিখ পর্যন্ত সুদ গণনা করিতে হইবে।

(৩) কোন চাঁদা প্রদানকারী তাহার জমাকৃত চাঁদার উপরে সুদ গ্রহণে ইচ্ছুক নহেন মর্মে হিসাব নিয়ন্ত্রককে অবহিত করিলে তাহার হিসাবে সুদ জমা করা হইবে না, তবে পরবর্তীতে তিনি সুদ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে যে বছরে তিনি অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেই বছরের প্রথম তারিখ হইতে সুদ গণনা ও জমা করা হইবে এবং যদি কোন চাঁদা প্রদানকারী লিখিতভাবে এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে তাহার প্রদত্ত চাঁদার উপরে ইতিপূর্বে অর্জিত সুদ তিনি বর্জন করিতে চাহেন তাহা হইলে উক্ত সুদ তাহার হিসাব হইতে বর্জন করা হইবে।

১২। অগ্রিম এবং উহা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ—নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষসমূহ কোন চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে অগ্রিম প্রদান করিতে পারে, যথাঃ—

(ক) গৃহ নির্মাণের জন্য এবং বিশেষ বিবেচনায় প্রদত্ত অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পরিচালক;

(খ) গৃহ নির্মাণের জন্য এবং বিশেষ বিবেচনায় প্রদত্ত অগ্রিমের ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(গ) বিধি ১৮ এর অধীনে অফেরৎযোগ্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

১৩। অগ্রিমের উদ্দেশ্য—বিধি ১৪ এর বিধান সাপেক্ষে, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কোন অগ্রিম এর আবেদন মঞ্জুর করিবেন না, যদি না উক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারীর উক্ত অগ্রিমের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং উহা নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে না, যথাঃ—

(ক) আবেদনকারী অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার চিকিৎসা;

ব্যাখ্যা—এই বিধিতে "নির্ভরশীল ব্যক্তি" অর্থ আবেদনকারীর পরিবারের কোন সদস্য এবং তাহার মাতাপিতা, নাবালক ভ্রাতা, অবিবাহিতা ভগ্নি এবং মাতাপিতা জীবিত না থাকিলে, তাহার পিতামহ ও পিতামহীকে বুঝাইবে;

(খ) আবেদনকারীর অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির চিকিৎসা বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে ভ্রমণ;

(গ) ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা অনুসারে কোন বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা অন্য কোন আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন করা আবেদনকারীর দায়িত্ব হইবে উহা তাঁহার সামাজিক মর্যাদার সহিত সংগতি রাখিয়া সম্পাদন;

(ঘ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ;

(ঙ) আবাসিক উদ্দেশ্যে জমি অথবা বসতবাড়ী ক্রয় বা নির্মাণ বা উহার সংস্কার, অথবা এই সকল উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ;

(চ) আবেদনকারী মুসলমান হইলে প্রথমবার হজ্জব্রত পালন;

(ছ) আবেদনকারী মুসলমান হইলে তাঁহার স্ত্রী কর্তৃক দাবীকৃত মোহরানা পরিশোধঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ইতিপূর্বে আবেদনকারী তাঁহার বিবাহের জন্য কোন অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে, তিনি উক্ত মোহরানা পরিশোধের জন্য কোন অগ্রিম পাইবেন না এবং এই উদ্দেশ্যে অগ্রিম অনুমোদন করা হইলে উহা প্রকৃত মোহরানা অপেক্ষা বেশী হইবে না।

১৪। অগ্রিমের পরিমাণ—(১) গৃহ নির্মাণ এবং বিশেষ বিবেচনায় প্রদেয় অগ্রিমের ক্ষেত্র ব্যতীত, কোন অগ্রিম চাঁদা প্রদানকারীর তিন মাসের মূল বেতন অথবা তাঁহার হিসাবে জমাকৃত টাকার অর্ধাংশ, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম হয় তাহা, অপেক্ষা বেশী হইবে না।

(২) বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত, প্রথমবার অগ্রিমের টাকা পরিশোধিত হইবার এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়বার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথমবার অগ্রিম গ্রহণের সময় অনুমোদনযোগ্য অগ্রিম সম্পূর্ণরূপে গৃহীত না হইয়া থাকিলে উক্ত অগ্রিম অপরিশোধিত থাকাকালেও দ্বিতীয়বার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে, তবে অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদা প্রদানকারীর তিনমাসের মূল বেতন অথবা দ্বিতীয় বার অগ্রিম গ্রহণের সময় তাহার হিসাবে জমাকৃত টাকার অর্ধেক, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম তাহা, অপেক্ষা বেশী হইবে না।

(৩) বিশেষ বিবেচনায় অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে, উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনধিক তিনটি অগ্রিম চাঁদা প্রদানকারীকে প্রদান করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদা প্রদানকারীর নামে জমাকৃত টাকার ৮০% এর অধিক হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তিনটি অথবা তদধিক অগ্রিম অপরিশোধিত থাকাকালে, বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, এই উপ-বিধির অধীনে কোন অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না।

১৫। গৃহ নির্মাণ বা সংস্কার অগ্রিম—(১) গৃহ নির্মাণ বা গৃহ সংস্কারের উদ্দেশ্যে অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবেঃ—

(ক) অগ্রিম এর পরিমাণ চাঁদা প্রদানকারীর ৩৬ মাসের মূল বেতনের বা তাঁহার হিসাবে জমাকৃত টাকার ৮০% এর মধ্যে যাহা কম তাহা অপেক্ষা বেশী হইবে না;

(খ) বসতবাড়ী সংস্কারের ক্ষেত্রে চাঁদা প্রদানকারীর ১২ মাসের মূল বেতনের বা তাঁহার হিসাবে জমাকৃত টাকার ৭৫% এর মধ্যে যাহা কম তাহা অপেক্ষা বেশী হইবে না;

(গ) গৃহ নির্মাণের জন্য একবার অগ্রিম দেওয়া হইবে;

(ঘ) গৃহ সংস্কার বাবদ প্রথমবার গৃহীত অগ্রিম সুদসহ পরিশোধিত হইবার পর দ্বিতীয় বার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;

(ঙ) চাঁদা প্রদানকারীর কর্মস্থল তাঁহার নিজস্ব বসবাসের জন্য অথবা তাঁহার অবসর গ্রহণের পর বসবাস করিতে ইচ্ছা পোষণ করেন এইরূপ বাসগৃহের জন্য অগ্রিম প্রদান করা হইবে;

(চ) সাধারণতঃ পরবর্তী তিনমাসে ব্যয়িত হইবে এইরূপ কিস্তি ভিত্তিতে অগ্রিমের টাকা প্রদান করা হইবে তবে অগ্রিম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, প্রার্থীত অগ্রিমের টাকা একবারেই ব্যয় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ একবারেই প্রদান করা যাইবে;

(ছ) গৃহ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়, অথবা বাসগৃহ ক্রয় বা উহার সংস্কার সাধনের জন্য গৃহীত কোন ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে, অনুরূপ ঋণ গ্রহণের সত্যতা, উহার পরিমাণ এবং উহা পরিশোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অগ্রিম প্রদানকারী কর্তৃক সন্তুষ্ট না হইলে এবং ঋণ গ্রহণের তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে অগ্রিমের আবেদন পত্র দাখিল না করা হইলে অগ্রিম প্রদান করা হইবে না;

(জ) হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ব্যাংক বা ঋণদানকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য কোন অগ্রিম প্রদান করা হইবে না;

(ঝ) যে সম্পত্তির জন্য অগ্রিমের আবেদন করা হয় উহার উপর আবেদনকারীর স্বত্ব সম্পর্কে অগ্রিম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা প্রদানকারী কোন জমির ইজারা গ্রহণ করিয়া থাকিলে এবং উক্ত ইজারার শর্তাবলী ও জমির মালা সম্পর্কে অগ্রিম প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত জমির উপর বাসগৃহ নির্মাণের জন্য অগ্রিম প্রদান করা সমীচীন মনে করিলে অগ্রিম প্রদান করা যাইতে পারেঃ

আরও শর্ত থাকে যে অগ্রিম প্রদানের পূর্বে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জমি বা বাসগৃহের উপর আবেদনকারীর মালিকানা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবার জন্য রাজস্ব বা রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ বা কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তার নিকট হইতে আইনগত পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে।

(ঞ) গৃহীত অগ্রিম পরিশোধ করিবার পূর্বেই চাঁদা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জমি বা বাড়ীটি বিক্রয় করিয়া দিলে তিনি অগ্রিমের সুদসহ অপরিশোধিত অংশ অবিলম্বে একযোগে পরিশোধ করিয়া দিবেন।

(ট) আবেদনকারী তাঁহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ফরম "খ" তে অগ্রিমের জন্য আবেদন করিবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রে প্রার্থীত অগ্রিমের যথাযথ ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পর্কে তাহার মতামত লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬। অগ্রিম অনুমোদনের সিদ্ধান্ত—অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিমের আবেদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা অনুমোদন করিতে পারেন এবং চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ বিবেচনা করিয়া অনুমোদিত অগ্রিমের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে জমাকৃত টাকার পরিমাণ গণনার ক্ষেত্রে যে মাসে অনুমোদন দেওয়া হয় উহার অব্যবহিত পূর্বের তিন মাসে প্রদত্ত চাঁদা গণনা করা যাইবে না।

১৭। শেষ বেতনপত্রে অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্যের উল্লেখ—প্রত্যেক কর্মচারীর শেষ বেতনপত্রে তাঁহাকে প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ, অগ্রিম আদায়ের কিস্তি ও উহার পরিমাণ, পরিশোধিত কিস্তি ও পরিমাণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যের উল্লেখ থাকিবে।

১৮। অফেরতযোগ্য অগ্রিম—(১) কোন কর্মচারীর বয়স ৫২ বৎসর হইলে কৃষিজমি ক্রয় সহ অন্য যে কোন যথার্থ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে, উপ-বিধি (৩) এর বিধান, সাপেক্ষে অগ্রিম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ কর্মচারীকে প্রদত্ত অগ্রিম ফেরতযোগ্য হইবে না এবং উহা তাঁহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্য টাকা হিসাবে তাঁহাকে চূড়ান্তভাবে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই বিধির প্রদেয় অগ্রিম কোন কর্মচারীর হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% এর বেশী হইবে না উহা এক বা একাধিক কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর বয়স ৫২ বৎসর হইবার পূর্বে কোন অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহা বা উহার কোন অংশ যদি অপরিশোধিত থাকে এবং ইতিমধ্যে তাঁহার উক্ত বয়স অতিক্রান্ত হয়, তাহা হইলে অপরিশোধিত ঋণ উহার উপর প্রদেয় সুদসহ অফেরতযোগ্য অগ্রিম এ রূপান্তরিত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীনে আবেদনপত্র দাখিল করা হইলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবার পর উক্ত উপ-বিধিতে উল্লেখিত অপরিশোধিত অগ্রিমকে, উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, অফেরতযোগ্য অগ্রিম গণ্য করিবার আবেদন অনুমোদন করিতে পারেন এবং উহা অনুমোদন করা হইলে, উক্ত অপরিশোধিত অগ্রিম আর ফেরতযোগ্য হইবে না।

১৯। অগ্রিম এবং উহার সুদ আদায়—(১) অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের টাকা, উপ-বিধি (২) অনুসারে নির্ধারিত কিস্তিতে প্রতিমাসে আদায় করা হইবে তবে, চাঁদা প্রদানকারী ইচ্ছা করিলে এক মাসে একাধিক কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করিতে পারেন।

(২) অগ্রিম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কিস্তির সংখ্যা এইরূপ নির্ধারণ করিবেন যাহাতে উহা ১২ এর কম বা ৩০ এর বেশী না হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ টাকা ধার্য করা হইবে এবং প্রয়োজন মত কোন কিস্তির পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো যাইবে।

(৩) বিধি ১০ এ চাঁদা আদায়ের জন্য যে পদ্ধতিতে বিধৃত আছে সেই পদ্ধতিতে অগ্রিমের টাকা আদায় করা হইবে এবং গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ক্ষেত্র ব্যতীত, অগ্রিম গ্রহণের পর প্রথম পূর্ণ মাসিক বেতন হইতেই অগ্রিমের টাকা আদায় শুরু হইবে।

(৪) কোন চাঁদা প্রদানকারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহা গ্রহণের এক বৎসর পরের মাসের বেতন হইতে তাঁহার বেতনের ১০% হারে অগ্রিমের টাকা আদায় শুরু করা হইবে।

(৫) কোন চাঁদা প্রদানকারী ছুটিতে থাকিলে বা জীবন ধারণোপযোগী ন্যূনতম মজুরী পাইতে থাকিলে তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে অগ্রিম আদায় করা হইবে না।

(৬) কোন চাঁদা প্রদানকারী কর্তৃক পূর্বে গৃহীত অগ্রিম পরিশোধকালে, অথবা তাঁহাকে প্রদত্ত বেতনের অগ্রিম পরিশোধকালে, অথবা তিনি বৃদ্ধ হইলে, কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, উক্ত চাঁদা প্রদানকারীর নিকট অগ্রিম আদায় স্থগিত রাখিতে পারেন।

(৭) চাঁদা প্রদানকারী কোন মাসে পূর্ণ বেতন প্রাপ্ত না হইলে অগ্রিম আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার বেতন হইতে কোন কিস্তি কর্তন করা যাইবে না এবং তিনি ছুটিতে থাকিলে তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁহার ছুটিকালীন বেতন হইতে উক্ত কিস্তি কর্তন করা যাইবে না।

(৮) কোন চাঁদা প্রদানকারীকে একাধিক অগ্রিম প্রদান করা হইয়া থাকিলে প্রতিটি অগ্রিম পৃথকভাবে আদায় করা হইবে।

(৯) এই বিধির অধীনে আদায়কৃত টাকা এবং উহার উপর প্রদত্ত সুদ চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে জমা হইবে।

২০। অগ্রিমের উপর সুদ আদায়—(১) অগ্রিমের মূল টাকা পরিশোধিত হওয়ার পর উহার উপর বার্ষিক ৫% হারে, অগ্রিম গ্রহণের তারিখ হইতে মূল টাকা অসম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য, মাসিক ভিত্তিতে সুদ ধার্য করা হইবে এবং এই ব্যাপারে মাসের অংশকে পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে কোন চাঁদা প্রদানকারী তাঁহার প্রদত্ত চাঁদার উপর সুদ গ্রহণ না করিলে তৎকর্তৃক গৃহীত অগ্রিমের উপর সুদ ধার্য করা হইবে না।

(২) অগ্রিমের মূল টাকা যে মাসে পরিশোধ শেষ হয় তাহার পরবর্তী মাসে একটি মাত্র কিস্তিতে সুদের টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, তবে সুদের পরিমাণ অগ্রিম পরিশোধের কিস্তি অপেক্ষা বেশী হইলে এবং চাঁদা প্রদানকারী ইচ্ছা করিলে উক্ত সুদ মাসিক ভিত্তিতে ও একাধিক কিস্তিতে, যাহার পরিমাণ অগ্রিম পরিশোধের কিস্তির অধিক হইবে না, পরিশোধ করা যাইবে।

২১। জীবন বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধের জন্য টাকা গ্রহণ—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন চাঁদা প্রদানকারী তাঁহার জীবন বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধের উদ্দেশ্যে তাঁহার হিসাবে জমাকৃত টাকা সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিতে পারেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত উদ্দেশ্যে গৃহীত অর্থের পরিমান এইরূপ হইবে যেন উহাতে টাকার কোন ভগ্নাংশ না থাকে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন টাকা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট উক্ত জীবন বীমা সংক্রান্ত সকল তথ্য সরবরাহ করিয়া টাকা গ্রহণের যথার্থতা সম্পর্কে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে;

(খ) বীমার পলিসি গ্রহণের পর বার মাস অতিক্রান্ত হইয়া থাকিলে উক্ত টাকা প্রদান করা হইবে না;

(গ) টাকা গ্রহণের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রদেয় প্রিমিয়াম পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার অতিরিক্ত টাকা প্রদান করা হইবে না;

(ঘ) হিসাব নিয়ন্ত্রকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন জীবন বীমা পলিসির স্বত্ব হস্তান্তর বা উহা প্রত্যর্পণ (reassignment) বা উহাকে পরিশোধিত পলিসিতে রূপান্তরিত বা উহার শর্ত পরিবর্তন বা অন্য কোন পলিসির সহিত উহা বিনিময় করা যাইবে না, এবং টাকা গ্রহণের পূর্বে হিসাব নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, চাঁদা প্রদানকারী এই মর্মে একটি লিখিত ঘোষণা প্রদান করিবেন যে, তিনি উক্তরূপ কর্তন, হস্তান্তর, রূপান্তর, পরিবর্তন বা বিনিময় করেন নাই।

(৩) এই বিধির অধীনে গৃহীত টাকা জীবন বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে কি না তাহা প্রমাণের জন্য চাঁদা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট বীমা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত রশিদের অনুলিপি হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) হিসাব নিয়ন্ত্রক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই বিধির অধীন গৃহীত অর্থ উপ-বিধি (২) ও (৩) এর বিধানাবলী ভংগ করিয়া গৃহীত বা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি বিধি ১১তে বিধৃত হারে সুদসহ উক্ত টাকা আদায় করিবার জন্য আদেশ দিবেন এবং উহা আদায়কৃত হওয়ার পর চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে হইবে।

২২। **চাঁদা প্রদানকারীর পক্ষে কর্পোরেশন কর্তৃক কোন প্রিমিয়াম পরিশোধ নিষিদ্ধ**—(১) কর্পোরেশন চাঁদা প্রদানকারীর পক্ষে তাঁহার জীবন বীমা পলিসি বাবদ কোন অর্থ বীমা কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করিবে না বা অনুরূপ পলিসি চালু রাখিবার কোন কিছুই করিবে না।

(২) এই বিধিমালার অধীন এ শুধুমাত্র সেই জীবন বীমা পলিসি অনুমোদনযোগ্য হইবে যে পলিসি চাঁদা প্রদানকারী অথবা তাঁহার স্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, স্বামী বা যৌথভাবে উভয়ের জীবনের ঝুঁকি ভিত্তিক এবং যাহার সুবিধা প্রাপক হইতেছেন চাঁদা প্রদানকারী নিজে বা তাঁহার স্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, স্বামী; বা উভয়ে, বা তাঁহার সকল বা যে কোন সন্তান সন্ততি।

২৩। **জীবন বীমা পলিসি অনুমোদন**—(১) কোন জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধের উদ্দেশ্যে তহবিল হইতে সর্বপ্রথম টাকা গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে পলিসিটি অনুমোদন করাইবার জন্য হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, তবে বীমা কর্তৃপক্ষের প্রধান অফিস বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হইলে হিসাব নিয়ন্ত্রক উক্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারেন।

(২) হিসাব নিয়ন্ত্রক পলিসিটি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে উহা অনুমোদন করিয়া চাঁদা প্রদানকারীকে উহা ফেরত দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে অনুমোদিত হইবার পর উহার শর্তাবলী পরিবর্তন বা অন্য কোন পলিসির সহিত উহা বিনিময় করিতে হইলে অনুরূপ পরিবর্তন বা বিনিময়ের সকল তথ্য হিসাব নিয়ন্ত্রককে সরবরাহ করিয়া ঐ ব্যাপারে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুরূপ পরিবর্তন বা বিনিময় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে হিসাব নিয়ন্ত্রক উহা অনুমোদন করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) এ বিধৃত সময় সীমার মধ্যে কোন পলিসি হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরিত না হইলে তহবিল হইতে এতদউদ্দেশ্যে গৃহীত টাকা বিধি ১১ তে বিধৃত হারে সুদসহ অবিলম্বে ফেরত দিতে হইবে অন্যথায় হিসাব নিয়ন্ত্রক চাঁদা প্রদানকারীর বেতন বিল হইতে উক্ত টাকা কিস্তিতে বা অন্য কোনভাবে কর্তনের আদেশ দিবেন, এবং এইরূপে প্রদত্ত বা কর্তিত টাকা চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে জমা হইবে।

২৪। **জমাকৃত টাকা চূড়ান্তভাবে পরিশোধ**—কোন চাঁদা প্রদানকারী তাঁহার চাকরী ত্যাগ করিলে, অথবা অবসর গ্রহণের পদ্ধতিমালাক্রমে ছুটিতে গেলে, অথবা অন্য কোন ছুটিতে থাকাকালে অবসর গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, অথবা স্বাস্থ্যগত কারণে চাকরীতে বহাল থাকিবার অনুপযুক্ত মর্মে যথাযথ স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হইলে, তাহার হিসাবে জমাকৃত সমুদয় টাকা তাঁহাকে পরিশোধযোগ্য হইবে।

২৫। **চাঁদা প্রদানকারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে জমাকৃত টাকা পরিশোধ**—চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে জমাকৃত টাকা পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে বা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত হওয়ার পূর্বে, তাঁহার মৃত্যু হইলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) পরিবার রাখিয়া চাঁদা প্রদানকারীর মৃত্যু বরণের ক্ষেত্রে:

(অ) বিধি ৫ এর অধীনে অথবা এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান বিধিমালার অধীনে প্রদত্ত কোন মনোনয়ন কার্যকর থাকিলে তাঁহার হিসাবে জমাকৃত টাকা বা উহার অংশবিশেষ মনোনয়নের শর্ত মোতাবেক মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে পরিশোধ করা হইবে।

(আ) অনুরূপ কোন মনোনয়ন না থাকিলে অথবা অনুরূপ মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও উহা Provident Fund Act, 1925 (XXIX of 1925) এর section 5(1)(b) অনুসারে অকার্যকর হইলে, অথবা জমাকৃত টাকার নির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে উক্ত মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, তাঁহার হিসাবে জমাকৃত টাকা বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত টাকার যে অংশ সম্পর্কে অনুরূপ মনোনয়ন কার্যকর নহে সেই অংশ, চাঁদা প্রদানকারীর পরিবার বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বরাবরে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার পরিবারের সদস্যগণকে সমান অংশে পরিশোধ করা হইবে।

(খ) কোন পরিবার না রাখিয়া চাঁদা প্রদানকারীর মৃত্যু বরণের ক্ষেত্রে, বিধি ৫ অথবা এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ভবিষ্য তহবিল বিধিমালার অধীনে প্রদত্ত কোন মনোনয়ন কার্যকর থাকিলে, চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে জমাকৃত অর্থ উক্ত মনোনয়ন মোতাবেক মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে পরিশোধযোগ্য হইবে;

(গ) কোন পরিবার না রাখিয়া চাঁদা প্রদানকারীর মৃত্যু বরণের ক্ষেত্রে, তিনি কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান না করিয়া থাকিলে অথবা তাঁহার হিসাবে জমাকৃত টাকার নির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে মনোনয়ন দান করিয়া থাকিলে, Provident Fund Act, 1925 (XXIX of 1925) এর section 4(1) এর clause (b) এর clause C(11) এবং প্রাসংগিক বিধানাবলী জমাকৃত উক্ত সমুদয় টাকা বা উহার অংশের ব্যাপারে মনোনয়ন দান করা হয় নাই সেই অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড হইতে গ্রহণীয় সুবিধার পরিবর্তন ইত্যাদি**—(১) কোন কর্মচারী এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় Bangladesh Biman Corporation Employees Contributory Provident Fund এর সদস্য থাকিলে,

(ক) তিনি উক্ত ফান্ডে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে তিনি অবসর-ভাতার সুবিধা পাইবেন না বা সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন না বা বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন কর্মচারী অবসর ভাতা; আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধাদি বিধি মালা, ১৯৮৮ এর অধীন কোন আনুতোষিকও পাইবেন না;

(খ) অবসর ভাতা পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার চাকুরী গণনা করাইতে পারিবেন এবং এইরূপ-ক্ষেত্রে তিনি উক্ত ফান্ডে এ চাঁদা প্রদান বন্ধ করিবেন ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান শুরু করিবেন।

(২) এই বিধি প্রবর্তনের ছয় মাসের মধ্যে কোন কর্মচারী উপ-বিধি (১)(খ) এর অধীনে অবসর ভাতা পাইবার ইচ্ছার বিষয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট লিখিতভাবে জানাইবেন, অন্যথায় তিনি উক্ত ফান্ডে এ চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-বিধি (২) এর অধীনে তাঁহার ইচ্ছার বিষয় হিসাব নিয়ন্ত্রককে অবহিত করিলে—

(ক) উক্ত ফান্ডে তাঁহার প্রদত্ত চাঁদা ও কর্পোরেশন প্রদত্ত চাঁদা এবং উভয় চাঁদার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে বদলী হইবে ও তাঁহার হিসাবে জমা হইবে; এবং উক্ত অর্থ এইরূপে বদলী হইবার পর হইতে তাঁহার চাকুরী অবসর ভাতা হিসাবের ব্যাপারে গণনা যোগ্য চাকুরী হিসাবে গণ্য করা হইবে; অথবা

(খ) কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুরূপ অবহিতকরণের পূর্বে তাঁহার চাকুরীকাল অবসর ভাতা হিসাবের ব্যাপারে গণনা যোগ্য চাকুরী হিসাবে গণ্য করা হইবে, তবে এরূপক্ষেত্রে উক্ত ফান্ডে শুধু তাঁহার প্রদত্ত চাঁদা ও উহার পর অর্জিত সুদ তহবিলে তাঁহার হিসাবে বদলী হইবে এবং উক্ত ফান্ডে কর্পোরেশন প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ কর্পোরেশনকে ফেরত দেওয়া হইবে।

২৭। চাঁদা প্রদানকারীর হিসাব—(১) সকল চাঁদা প্রদানকারী তহবিলে চাঁদা প্রদান শুরু করিবার পূর্বে একটি হিসাব খুলিবার জন্য ফরম "গ" তে একটি আবেদন পত্র হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকটে দাখিল করিবেন এবং উক্ত আবেদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে হিসাব নিয়ন্ত্রক প্রতিটি চাঁদা প্রদানকারীর জন্য পৃথক হিসাব নম্বর বরাদ্দ করিবেন এবং এই নম্বরে কোন পরিবর্তন করা হইলে চাঁদা প্রদানকারীকে উহা অবহিত করিবেন।

(২) চাঁদা প্রদানকারী তাঁহার বেতন বিল হইতে প্রদেয় চাঁদা কর্তন করিয়া অথবা নগদ টাকায় সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট তাঁহার হিসাব নম্বরে চাঁদা জমা দিবেন।

২৮। প্রদত্ত চাঁদা সম্পর্কিত বিবৃতি—(১) হিসাব নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর শেষ হইবার পর যথাশ্রীঘ্র সম্ভব প্রত্যেক চাঁদা প্রদানকারীর নিকট একটি বিবৃতি প্রেরণ করিবেন যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী উল্লিখিত থাকিবে, যথা:—

(ক) উক্ত বৎসরের প্রথম দিনে জমা টাকার পরিমাণ;

(খ) উক্ত বৎসরে প্রদত্ত মোট চাঁদার পরিমাণ;

(গ) উক্ত বৎসরে চাঁদা প্রদানকারী কর্তৃক গৃহীত টাকার পরিমাণ;

(ঘ) উক্ত বৎসরের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদের পরিমাণ; এবং

(ঙ) উক্ত তারিখে জমাকৃত মোট টাকার পরিমাণ।

(২) হিসাব নিয়ন্ত্রক উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রদত্ত বিবৃতির সহিত নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের অনুরোধ সম্বলিত একটি পত্রও প্রেরণ করিবেন, যথা:—

(ক) চাঁদা প্রদানকারী বিধি ৫ এর অধীনে ইতিপূর্বে কোন মনোনয়ন দিয়াছেন কি না এবং দিয়া থাকিলে উক্ত মনোনয়ন এ কোন পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক কি না;

(খ) চাঁদা প্রদানকারীর কোন পরিবার না থাকার কারণে অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিয়া থাকিলে পরবর্তীতে তিনি পরিবার অর্জন করিয়াছেন কি না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রেরিত বিবৃতিতে কোন ভুল তথ্য থাকিলে চাঁদা প্রদানকারী অবিলম্বে উহা হিসাব নিয়ন্ত্রকের গোচরে আনিবেন এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক প্রয়োজন মত উক্ত ভুল সংশোধন করিবেন।

(৪) হিসাব নিয়ন্ত্রক উপ-বিধি (১) এর অধীন বিবৃতি প্রেরণ ছাড়াও কোন চাঁদা প্রদানকারীর অনুরোধক্রমে, বৎসরে অনধিক একবার, অনুরোধ জ্ঞাপনের পূর্ব মাস পর্যন্ত উক্ত চাঁদা প্রদানকারীর হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিবেন।

ফরম-ক

[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তির মনোনয়নপত্র

১। চাঁদা প্রদানকারীর পরিবারের এক/একাধিক সদস্যকে/সদস্যগণকে মনোনয়ন দান:

আমার ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকা পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যু হইবার ক্ষেত্রে উক্ত টাকা গ্রহণের জন্য আমি এতদ্বারা আমার পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্যকে/সদস্যগণকে মনোনয়ন দান করিলাম:

মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা।	চাঁদা প্রদানকারীর সহিত সম্পর্ক।	মনোনীত সদস্য একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ (শতকরা হার)।	মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের বয়স।
১।			
২।			
৩।			

দুইজন স্বাক্ষীর নাম, পদবী, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

১। .....

২। .....

তারিখ.....

.....

চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর

নাম.....

পদবী.....

ঠিকানা.....

তারিখ.....

ফরম-ক

২। চাঁদা প্রদানকারীর পরিবার না থাকিলে সে ক্ষেত্রে এক/একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান:

ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৮৮তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আমার কোন পরিবার নাই। আমার ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকা পরিশোধযোগ্য না হইবার পূর্বে অথবা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যু হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত টাকা গ্রহণের জন্য আমি এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে মনোনয়ন দান করিলাম:

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা।	চাঁদা প্রদানকারীর সহিত সম্পর্ক।	মনোনীত সদস্য একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ (শতকরা হার)।	মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের বয়স।
১।			
২।			
৩।			

দুইজন স্বাক্ষীর নাম, পদবী, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

১। .....

২। .....

তারিখ.....

.....

চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর

নাম.....

পদবী.....

ঠিকানা.....

তারিখ.....

ফরম-খ

[বিধি ১৫(১) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণের জন্য আবেদন এর ফরম

বরাবর,

.....

জনাব,

আমার সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হিসাব নম্বর.....

এ জমাকৃত টাকা হইতে.....টাকা অগ্রিম প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি এতদুদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি, যাহা আমার জানামতে সঠিক, আপনার বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিতেছি।

.....

অনুগত,

চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর

নাম.....

পদবী.....

ঠিকানা.....

তারিখ.....

ফরম-খ

তথ্যাদি

১। বিগত ৩০শে জুন তারিখে ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ (উক্ত টাকার পরিমাণ প্রমাণের জন্য হিসাব নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়ন পত্র/রশিদ দাখিল করিতে হইবে)। .....

২। অগ্রিম গ্রহণের কারণ (কারণ বিবৃত করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে) .....

৩। বর্তমান বেতনক্রম ও বেতন .....

৪। (ক) পূর্বের কোন অগ্রিম গৃহীত হইলে উহার বিবরণ। .....

(খ) পূর্বে গৃহীত উক্ত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইয়াছে কি না এবং পরিশোধিত হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ কিস্তি এবং সুদ পরিশোধের তারিখ। .....

(গ) পূর্বে গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হইয়া থাকিলে উহার কতটি কিস্তি অথবা সুদ পরিশোধ করিতে বাকী আছে .....

৫। প্রার্থীত অগ্রিম এবং উহার উপর প্রদেয় সুদ পরিশোধের জন্য প্রার্থীত কিস্তির সংখ্যা .....

ফরম-খ

৬। তহবিল জমাকৃত চাঁদার উপর সুদ প্রদান করা হয় কিনা। .....

.....

ঊর্ধতন কর্মকর্তার সুপারিশ

.....

.....

.....

চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর

নাম.....

পদবী.....

ঠিকানা.....

তারিখ.....

.....

ঊর্ধতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর

.....

পদবী

নীল

ফরম-গ

[বিধি ২৭(১) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে হিসাব খুলিবার আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম.....

২। পিতা/স্বামীর নাম.....

৩। স্থায়ী ঠিকানা.....

৪। পদের নাম ও বর্তমান কার্যালয়ের ঠিকানা.....

৫। বেতনক্রম ও মাসিক বেতন.....

৬। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ.....

৭। জন্ম তারিখ.....

আমি সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে একটি হিসাব খুলিতে চাই। সুতরাং আমার নামে একটি হিসাব খোলার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

উপরিউক্ত তথ্যাদি সঠিক।

.....

তারিখ ..... আবেদনকারীর স্বাক্ষর

উপরিউক্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সঠিক এবং আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হইল।

.....

তারিখঃ অফিস প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মুশতাক

উপ-সচিব।

বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৯৫/১২ই মে, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ১২০-আইন/৮৮— Bangladesh Biman Corporation Ordinance, 1977 (XIX of 1977) এর section 30তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, Bangladesh Biman Corporation Employees (Service) Regulations, 1979 এ নিম্নরূপ সংশোধন করিলেন, যথা:—

উপরি-উক্ত Regulations,—

(ক) regulation 66, এর—

(অ) sub-regulation (1)এ, "Bangladesh Biman Employees Provident Fund" শব্দগুলির পরিবর্তে "Bangladesh Biman Corporation Employees Contributory Provident Fund" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(আ) sub-regulation (2)তে, "of the Fund" শব্দগুলির পরিবর্তে "of the Fund or of the General Provident Fund that may be formed by or under any other law" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) regulation 79 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ regulations প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"79. **Applicability**—The provisions of this Chapter shall apply only to those permanent employees of the Corporation who are members of the Bangladesh Biman Corporation Employees Contributory Provident Fund.

79 A. **Admissibility**—(1) The Employees referred to in regulation 79 shall, in the event of superannuation, resignation or termination of service for any reason other than misconduct, be entitled to payment of gratuity in accordance with the provisions of this Chapter.

(2) In the event of death of such employees during the service, the gratuity payable under this Chapter shall be paid to his legal heirs."

বোর্ডের আদেশক্রমে

এম, শওকত-উল ইসলাম, পি, এস, সি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
পরিচালক,
পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।